Sanatan Dharma

প্রকৃত পক্ষে " সৎ " কাকে বলে ?

প্রকৃত পক্ষে " সৎ " কাকে বলে ?
উত্তর:-

যে যুগ ই (সত্যযুগ / ত্রেতোযুগঃ / দ্বাপরযুগ / কলিযুগ) হোক না কেন , আর যে সময় ই হোক না কেন (সুসময় / দুঃসময় / বাল্যকাল / যৌবনকাল / বৃদ্ধকাল), আর যে পরিস্থিতিই (অনুকূল / প্রতিকূল / ধনীঅবস্থা / দরিদ্রাঅবস্থা / উচ্চশিক্ষিত / অশিক্ষিত) হোক না কেন , আর যে বর্ণেরই (ব্রাহ্মণ /ক্ষত্রিয় / বৈশ্য / শুদ্র / শুদ্রধম) হোক না কেন , আর যে শরীরই (নারী / পুরুষ / ক্লীব / উভলিঙ্গ / বিকলাঙ্গ) হোক না কেন -- যিনি সর্বদা শাস্ত্রানুসারে ধর্মআচরণ-সাধন-সমাধি প্রতিপালন করে থাকেন তিনি জীবনে ব্রহ্মতত্ত্ব এর সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় একমাত্র "সৎ" অবস্থা প্রাপ্ত হন সেই অবস্থাকেই একমাত্র কৃত পক্ষে " সৎ " অবস্থা বলা হয় ৷

[শাস্ত্রানুসারে ধর্মআচরণ--> যম (অহিংসা + সত্য + অস্তেয় + ব্রহ্মচর্য + অপরিগ্রহ) +নিয়ম (শৌচ + সন্তোষ + স্বাধ্যায় + তপস্যা + ঈস্বরপ্রণিধান)+ গুরুসেবা + গুরু আদেশ পালন + মা-বাবা সেবা + সামাজিক-সাংসারিক প্রতিটি দায়িত্ব সৎ পথে থেকে পূর্ন বিবেকের সঙ্গে প্রতিপালন + দেশভক্তি + জীব-মানব কল্যাণ চিন্তা ও কর্ম এবং চরিত্রআচরন। এই সমস্থ আচরণগুলো পূর্ণ রূপে (নিজের মনো মতন যে কোনো একটা -দুটো পালন করলে নয়) পালন করলে তবেই তাকে ধর্ম আচরণ বলে ৷]

6.সৎসঙ্গ এর ফল কি ?
উত্তর:-

এর আগে আলোচনা হয়েছে যে "সৎসঙ্গ" কোনো উৎসব হতে পারে না , একমাত্র নির্জনে কোনো "সৎ" অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যাক্তির নিকটে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনাতে গভীর ভাবে যুক্ত হয়ে অন্তরের সঙ্গে সেই ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনার সঙ্গ করাকেই শাস্ত্রে সৎসঙ্গ বলে ৷ যদি এই প্রকৃতভাবে শাস্ত্রানুসারে "সৎসঙ্গ" করা যায় তাহলে অবশই নিম্নলিখিত ফল ধীরে ধীরে অবশই যে কোনো ব্যাক্তি প্রাপ্ত হবেই (কারণ শাস্ত্র বাক্য মিথ্যা হবার নয়)

১.জগতের যে কোনো বস্তুর অনিত্যতার জ্ঞান
২. নিজের শরীরের ও শরীর সম্বন্ধীয় সম্পর্কের অনিত্যতার জ্ঞান
৩. ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বা ভগবান সম্বন্ধেই প্রকৃত ধারণা
৪. প্রকৃত ধর্ম জ্ঞান
৫. প্রকৃত সাধনা জ্ঞান
৬. প্রকৃত মানবতার জ্ঞান
৭. মনুষ্য জন্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য জ্ঞান
৮. মোক্ষ সম্বন্ধীয় প্রকৃত পরোক্ষজ্ঞান
৯. কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ
১০. গুরু ভক্তি ও সেবা জ্ঞান
১১ জীবসেবা ও ঈশ্বর সেবা জ্ঞান
১২. বাবা-মা সেবা জ্ঞান

Published on: Dec, 27 2023 13:30

১৩. জগৎকল্যাণ ও মানবকল্যাণ এবং দেশভক্তি জ্ঞান
১৪. নারী সম্মান ও মর্যাদা জ্ঞান
১৫. বিচার ও বিবেক শক্তির বৃদ্ধি
১৬. জন্মাতরিন জ্ঞান বৃদ্ধি
১৭. ত্রিতাপ জ্বালা মুক্তি জ্ঞান
১৮. ত্রিগুন সংযম জ্ঞান
১৯. বৈরাগ্য জ্ঞান
২০ সাধন তত্ত্ব জ্ঞান
২১. ঈশ্বর নির্ভরশীল চিত্ত অবস্থা লাভ
২২. কিছু সুখ-দুঃখ এ সময় ভাব চিত্ত লাভ
২৩. মায়া সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ
২৪. সৎগুরু মাহাত্য জ্ঞান লাভ
২৫. সৎগুরু আর ভন্ড গুরু এর পার্থক্য জ্ঞান লাভ
২৬. মহাত্মা- মহাপুরুষ ৩২ লক্ষণ জ্ঞান এর পর প্রকৃত মহাপুরুষ চিনিবার জ্ঞান লাভ
২৭. শাস্ত্র ,বিধি, প্রকরণ সমন্দধীয় জ্ঞান লাভ
২৮. সৎ কর্ম দ্বারা মৃত্যুর প্রকার কর্ম সংশোধন জ্ঞান লাভ
২৯. জন্ম প্রকরণ জ্ঞান লাভ
৩০. দিব্যলোক জ্ঞান লাভ
৩১. দিব্যগতি জ্ঞান লাভ
৩২. পরম মুক্তির পথ সমন্দধীয় পরোক্ষ জ্ঞান লাভ

ইত্যাদি আরো বহু প্রকারের স্থায়ীজ্ঞান ও গতি লাভ হয় (মৃত্যুর পর ও যে জ্ঞান সঙ্গে থাকে তাকে স্থায়ী বলে)

তাই যদি প্রকৃতভাবে শাস্ত্রানুসারে "সৎসঙ্গ" করা যাই তাহলে অবশ্যই মহা উন্নত অবস্থা লাভ হবেই l

Published on: Dec, 27 2023 13:30